চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ত্রুটিপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষার ‘এ’ ইউনিটে ২২৫ জন ও ‘সি’ ইউনিটে ৫১ জনের ফল সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল বুধবার দুপুরে ভর্তি পরীক্ষার কোর কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

advertisement

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, চবির ভর্তি পরীক্ষা ১২০ নম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ১০০ নম্বর লিখিত ও ২০ নম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের জিপিএ থেকে নির্ধারণ করা হয়। জিপিএ থেকে প্রাপ্ত নম্বর নির্ধারণের

জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলের ডাটা সংশ্লিষ্ট বোর্ড থেকে টেলিটকের মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেল। তবে এবার যশোর বোর্ডের জিপিএ নম্বরের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত জিপিএ-এর তিন ডিজিটের শেষ ডিজিট গণনা করা হয়নি বলে এ ইউনিটের এক ভর্তিচ্ছু অভিযোগ করেছেন। পরে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়ে ‘এ’ ও ‘সি’ দুই ইউনিটে একই অসঙ্গতির প্রমাণ মিলেছে।

‘সি’ ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর ও ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. হেলাল উদ্দীন নিজামী বলেন, আমরা আইসিটিতে ১০০ নম্বরের পরীক্ষার যে ফল তৈরি করে পাঠিয়েছি সেখানে কোন ভুল নেই। ভুল হয়েছে জিপিএ থেকে ২০ নম্বর গণনার ক্ষেত্রে। সেটি আইসিটি ও সফটওয়্যারের সমস্যা।

চবির আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলের তথ্য সংগ্রহ করে টেলিটক মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর থেকে। যশোর বোর্ডের এসএসসির জিপিএর তিন ডিজিটের মধ্যে শেষ ডিজিটটা মিসিং ছিল। যেমন ৪.৬৭-এর মধ্যে ৭ সংখ্যাটা ছিল না। যশোর বোর্ড থেকে অংশ নেওয়া পরীক্ষার্থীরা গত তিন মাস প্রোফাইলে এমন ভুল দেখেও কর্তৃপক্ষকে অভিহিত করেননি।

তিনি জানান, ফল প্রকাশ হওয়ার দুদিন পর যশোর বোর্ডের ‘এ’ ইউনিটের এক ছাত্র বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করেন। চবি কর্তৃপক্ষ অভিযোগটি আমলে নিয়ে কাজ শুরু করে। পরে দেখা যায়, শুধু তার নয়, পুরো যশোর বোর্ডের অধীনে থাকা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এমন ত্রুটি দেখা গিয়েছে। যেহেতু একটি বোর্ডের সমস্যা দেখা দিয়েছে তাই অন্যান্য বোর্ডের ইনফরমেশনও পর্যবেক্ষণ করে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু অন্য বোর্ডগুলোতে কোনো সমস্যা ছিল না। শুধু যশোর বোর্ডের জিপিএর শেষ সংখ্যা ছিল না।

চবির সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ‘ডি’ ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার জয়েন্ট কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক সিরাজ উদ দৌল্লাহ বলেন, যশোর বোর্ডের অধীনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের জিপিএযোগের ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। তাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফল সংশোধন করা হবে। একই সঙ্গে অন্য বোর্ডগুলোতে এ ধরনের কোনো ত্রুটি আছে কিনা তাও যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভর্তি কমিটি। বিষয়টি তদারকি করতে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসিম হাসান ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন ড. রাশেদ মোস্তফাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কোর কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন চবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতার, উপউপাচার্য অধ্যাপক বেনু কুমার দে, প্রক্টর ড. রবিউল হাসান ভূঁইয়া, ডিনবৃন্দ ও আইসিটি সেলের পরিচালক।